দ্বিতীয় অধ্যায়

৭. গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা সার্ভিসেসের আয় ব্যয় নিরীক্ষার সময় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য অনিয়মাবলী পরিলক্ষিত হয় তাহা এই অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত সার্ভিসেসের কতিপয় গুরুতর আর্থিক অনিয়মাবলী ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দেওয়া হইল।

যে সকল আর্থিক অনিয়মাবলী ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এই রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে তাহা সমগ্র বৎসরের আয় ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেনের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই সকল কেইসসমূহের উপর আনীত মন্তব্য কোন অবস্থাতেই আর্থিক ব্যয় নিয়ন্ত্রনের সার্বিক প্রতিফলন বলিয়া ধরা ঠিক হইবে না।

৭.১ বাংলাদেশ সেনা বাহিনী

১। কুমিল্লা সেনানিবাসের সেনা মিলনায়তন/সিনেমা হল ইজারার টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ১,১৭,০০,০০০ টাকা ক্ষতি।

ষ্টেশন হেড কোয়ার্টার, কুমিল্লা সেনানিবাসের ১৯৯৭-৯৮ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ষ্টেশন হেড কোয়ার্টার, কুমিল্লা সেনানিবাসের নথি নং-২০৩২/১-এ/এ খন্ড-৩ এবং এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা সেনানিবাসের পত্র নং এম/৫১৮/১/ট্রাষ্ট তাং ২৬/১০/৯৮ এর সহিত সংযুক্ত নথিতে জনৈক মিজানুর রহমান মুন্সির একখানা আবেদন পত্রের ক্রমিক নং-১ এ ১৯৯৩ সনের ২ জুলাই হইতে প্রতি মাসে ১,২৫,০০০*৩৬= ৪৫,০০,০০০ টাকা হিসাবে ৩৬ মাসের জন্য সেনা মিলনায়তন ইজারা গ্রহণ করেন। আবেদন পত্রের ক্রমিক-২ এ ১/৮/৯৬ হইতে ৩৬ মাসের জন্য প্রতি মাসে ২,০০,০০০ টাকা হিসাবে একই সেনা মিলনায়তন ৩৬*২০,০০,০০০ = ৭২,০০,০০০ টাকায় ইজারা গ্রহণ করেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ফলে (৪৫,০০,০০০+৭২,০০,০০০)= ১,১৭,০০,০০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা হওয়ার কথা কিন্ত তাহা করা হয় নাই।

প্রাথমিক আপত্তি আলোচনাকালে ষ্টেশন হেড কোয়াটার কুমিল্লা সেনানিবাসের কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

অত:পর আপত্তিদ্বয়কে যথাক্রমে ১০/৩/৯৯ ইং এবং ২০/৫/৯৯ ইং তারিখে স্থানীয় প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিটদ্বয়কে অবহিত করা হয়। উপর্যুক্ত ইউনিটদ্বয়ের নিকট হইতে আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব না পাওয়ায় আপত্তিদ্বয়কে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করিয়া অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ৪/১১/৯৯ ইং তারিখে সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে ইস্যু করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১/৩/২০০০ ইং তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত আধা সরকারী পত্রের প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০/৩/২০০০ ইং তারিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিটদ্বয়কে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব বা টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই।

অতএব আপত্তিকৃত ১,১৭,০০,০০০ টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় ও হিসাবভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

২। পুকুর এবং জমি ইজারার টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ১৪,৭০,০০০ টাকা ক্ষতি।

ষ্টেশন হেড কোয়াটার, কুমিল্লা সেনানিবাসের ১৯৯৭-৯৮, ষ্টেশন সদর দপ্তর সাভার সেনানিবাসের ১৯৯৬-৯৭ এবং সদর দপ্তর ৮১ পদাতিক ব্রিগেড সাভার সেনানিবাসের ১৯৯৬-৯৭ সনের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সেনানিবাস এলাকায় বিভিন্ন প্রকার পুকুর, জলাশয় ও আবাদি জমি ইজারা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু ইজারা হইতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-১ এ প্রদর্শন করা হইল।

১৯৩৭ সালের সেনানিবাস ভূমি প্রশাসন আইন ধারা-১১ মোতাবেক সেনানিবাস এলাকার জমি ইজারা প্রদান করা হইলে উহার সমুদয় টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করিতে হইবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ১৪,৭০,০০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

প্রাথমিক আপত্তি আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া জবাব পরে প্রদান করিবেন বলিয়া অভিমত পোষণ করেন।

অত:পর আপত্তিগুলি পরিশিষ্টে উল্লিখিত তারিখ সমূহে জারীকৃত স্থানীয় নিরীক্ষা প্রতিবেদন সমূহে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিট/ফরমেশনকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব না পাওয়ায় যথাক্রমে ৪/১১/৯৯ ইং ,১০/১১/৯৯ ইং এবং ৯/১১/৯৯ ইং তারিখে বিষয়গুলিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করিয়া সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে কোন প্রকার নিস্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় ১/৩/২০০০ ইং তারিখে আধা সরকারী পত্রের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত আধা সরকারী পত্রের প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০/৩/২০০০ ইং তারিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিট/ ফরমেশনকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া সত্বেও অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তি মূলক জবাব বা টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ১৪,৭০,০০০ টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় ও হিসাব ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৩। উদ্বৃত্ত আটা/ময়দা/ভূষি নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ১,৮৭,২৯০ টাকা ক্ষতি।

ষ্টেশন হেড কোয়ার্টার, কুমিল্লা সেনানিবাসের ১৯৯৭-৯৮ সনের হিসাব এবং এস এস ডি, সাভার সেনানিবাসের ১৯৯৭-৯৮ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, নথি নং-২০৩২/১-এ/খন্ড-৩ ষ্টেশন হেড কোয়ার্টার, কুমিল্লা সেনানিবাসের ষ্টেশন আদেশ এর মাধ্যমে গম ক্রাসিংকালে উদ্বৃত্ত দেখাইয়া ১,১৭,৬০০ টাকা নিলামে বিক্রয় করা হয়। কিন্তু উক্ত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই।

এস এস ডি, সাভার সেনানিবাসে প্রতি কেজি ১০ টাকা হারে ৬৪২৩ কেজি আটার মূল্য ৬৪,২৩০ টাকা এবং প্রতি কেজি ১৪ টাকা হারে ৩৯০ কেজি ময়দার মূল্য ৫৪৬০ টাকা সর্বমোট ৬৯৬৯০ টাকা নিলামে বিক্রয় করা সত্ত্বেও উহা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই। ফলে পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী (১,১৭,৬০০+৬৯,৬৯০)= ১,৮৭,২৯০ টাকা সরকারী ক্ষতি হইয়াছে।

প্রাথমিক আপত্তি আলোচনা কালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবদানে বিরত থাকেন।

অত:পর আপত্তিদ্বয়কে যথাক্রমে ৩/৯৯ মাসে এবং ৬/৯৯ মাসে স্থানীয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিটদ্বয়কে অবহিত করা হয়। উপর্যুক্ত ইউনিট দুইটির নিকট হইতে আপত্তি নিস্পত্তির কোন সহায়ক জবাব না পাওয়ায় বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করিয়া অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ৭/১১/৯৯ এবং ২০/১২/৯৯ ইং তারিখে সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে ইস্যু করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় হইতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১/৩/২০০০ ইং তারিখে আধা-সরকারী পত্রের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, মহোদয়কে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত আধা-সরকারী পত্রের প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০/৩/২০০০ ইং তারিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিট দুইটিকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ১,৮৭,২৯০ টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।

৪। ক্ষুদ্রাস্ত্র ফায়ারিং রেঞ্জের সাইড ডেভেলপমেন্ট এর কাজে লুজ মাটিকে সলিড মাটিতে রূপান্তর (কম্প্যাকশন) বাবদ ২০% বাদ না দিয়াই বিল পরিশোধ করায় ঠিকাদারকে ৪১,৬০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

ই বি আর সি, চট্টগ্রামের ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বৎসরের এটিজি খাতের বাজেট বরাদ্দ ও খরচের বিল ভাউচার, পাবলিক ফান্ড রেজিষ্টার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজ পত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রাস্ত্র ফায়ারিং রেঞ্জের সাইড ডেভেলপমেন্ট এর কাজের জন্য ১১/৫/৯৮ ইং তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হইলে ৫ টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দরপত্র দাখিল করা হয় এবং ঠিকাদার মেসার্স পারভেজ এন্টার প্রাইজ এর দরপত্র সর্বনিম্ন হওয়ায় তাহা গৃহীত হয়। ২৪/৫/৯৮ ইং তারিখে সর্ব নিম্ন দরদাতাকে কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করা হয় (যাহার পিভি নং-৩৯৯, তাং-২৪/৫/৯৮ ইং এবং পিভি নং-৪১৭ তাং-৩১/৫/৯৮)। ঠিকাদারের চলতি বিল ও চূড়ান্ত বিল ভাউচার হইতে দেখা যায় যে, ঠিকাদার কর্তৃক মোট ২৩৭৫.০০ ঘন মিটার সাইড ডেভেলপমেন্ট কাজ করা হইয়াছে। যেহেতু ঠিকাদার কর্তৃক ২৩৭৫.০০ ঘন মিটার সাইড ডেভেলমেন্ট এর কাজ করা হইয়াছে, সেহেতু এম,ই,এস সিডিউল অব রেইটস্ এর ১ নং সেকশনে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী উক্ত ২৩৭৫.০০ ঘন মিটার মাটির সলিড মাটিতে রূপান্তর (কম্প্যাকশন) বাবদ ২০% এর মোট ৪৭৫.০০ ঘন মিটার বাদে (২৩৭৫-৪৭৫)= ১৯০০.০০ ঘন মিটার কাজের মূল্য প্রতি ঘন মিটার ৮৭.৫৭৯ টাকা হারে (১৯০০*৮৭.৫৭৯) = ১,৬৬,৪০০ টাকা ঠিকাদার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সাইড ডেভেলপমেন্ট এর কাজ করা সত্ত্বেও লুজ মাটিকে সলিড হিসাবে রূপান্তর (কমপ্যাকশন) বাবদ কোন মেজারমেন্ট বাদ না দিয়া সরাসরি ২৩৭৫.০০ ঘন মিটার কাজের মূল্য ৮৭.৫৭৯ টাকা হারে (২৩৭৫*৮৭.৫৭৯)=২,০৮,০০০ টাকা পরিশোধ করায় মোট (২,০৮,০০০−১,৬৬,৪০০)= ৪১,৬০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হইয়াছে।

উক্ত ৪১,৬০০ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায় করিয়া নিরীক্ষাকে জানাইতে প্রাথমিক আপত্তিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, ঠিকাদার কর্তৃক মোট ২৩৭৫.০০ ঘন মিটার মাটি ভরাটের কাজ করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে। উক্ত জবাব গ্রহনযোগ্য নহে। কারন সাইড ডেভেলপমেন্ট এ মাটি ভরাটের কাজের মেজারমেন্ট হইতে ২০% ভাগ সলিড হিসাবে রূপান্তর বা কমপ্যাকশন বাবদ বাদ দেওয়া হয় নাই। উক্ত ৪১,৬০০ টাকা ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায়যোগ্য।

অত:পর, আপত্তিটি ৯/৯/৯৯ ইং তারিখে স্থানীয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে অবহিত করা হয়। কিন্তু ইউনিট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব না পাওয়ায় বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করিয়া অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২৫/১০/৯৯ ইং তারিখে সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে ইস্যু করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১/৩/২০০ ইং তারিখে আধা সরকারী পত্রের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত আধা সরকারী পত্রের প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০/৩/২০০০ ইং তারিখে ইউনিটকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব বা টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ৪১,৬০০ টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় ও হিসাবভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।